পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

'মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।'
—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২ বাংলা : ৩১শে মে, ১৯৭৫ ইং : ১৮ই জমাঃ উলা : ১৩৯৫ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৯শ বর্ষ
১ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ সুরা আল-কওসার-এর সংক্ষিপ্ত তফসীর	মুলঃ হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ ও সংকলনঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১
০ হাদিস শরীফ :	অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ	৩
০ অমৃতবানী : স্বীয় দাবীর সত্যতায় এবং কৃতকার্যতায় অটল বিশ্বাস	হযরত মসিহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাহেব	৫
০ জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
০ মোমেনগণের শান, ঈমান, ধৈর্য ও বীরত্বের অপূর্ব কাহিনী	সুবেদার আবদুল গফুর, টোপী (পাকিস্তান) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ	১৪
০ ভালভাবে অবনত শাখাগুলি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)।	
০ সংবাদ	নিজস্ব সংবাদ দাতা	২০
০ বাংলাদেশ আঞ্জুমনে আহমদীয়ার ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট প্রণয়ন		
০ প্রেসিডেন্ট সম্মেলন		
০ মোয়াল্লেম কার্যের পুরস্কৃত ঘোষনা		
০ শাদী মোবারক		

بسم الله الرحمن الرحيم　　نحمده ونصلى على رسوله الكريم　　وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ২৯শ বর্ষ : ১ম সংখ্যা :

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২বাং : ৩১শে মে, ১৯৭৫ইং : ৩১শে হিজরত, ১৩৫৪ হিজরী শামসী :

সুরা আল-কওসার

সংক্ষিপ্ত তফ্‌সীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫)

[হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' হইতে সংক্ষেপিত ও অনুদিত]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

খতমে-নবুওত শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

দ্বিতীয় আয়াত বা নিদর্শন, যাহা রসুল করীম (সা:)-এর জন্য আল্লাহতায়ালা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা হইল এই যে, তাঁহাকে "دنى فتدلى" (দানা ফাতাদাল্লা)-এর মকাম বা মর্যাদা দান করা হইয়াছে। অর্থাৎ একমাত্র তিনিই সেই ব্যক্তি, যাঁহার উপর আল্লাহ্‌তায়ালার সেফাতের পূর্ণ তজল্লি বা বিকাশ ঘটিয়াছে! অতঃপর তাহার শান কোরআন শরীফে এই রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله (ال-عمران ٣٢)

অর্থাৎ একমাত্র তাঁহার পয়রবী বা অনুসরনেই মানুষ খোদাতায়ালার মাহ্‌বুব বা প্রিয় হওয়ায় মর্যাদা লাভ করিতে পারে। কোরআনে আরও এক আয়াতে রসুলে করীম (সা:)-এর এই সান এইরূপে হইয়াছে যে,

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا (النساء)

অর্থাৎ তাঁহার (সাঃ) পায়রবী ও অনুবর্ত্তিতায় সালেহিয়ত, শাহাদাত ও সিদ্দিকিয়ত ব্যতীত নবুওতের মকাম বা মর্যাদাও লাভ হয় এবং এই ভাবে মানুষ একমাত্র তাঁহার গোলামীতেই আল্লাহ্‌র মাহ্‌বুবিয়তের প্রিয়

হওয়ার উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে মহত বা মহান সেই ব্যক্তি, যাঁহার অধীনে বড় বড় ব্যক্তিগণ থাকেন। একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক এবং একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসারের মধ্যে পার্থক্য থাকে। প্রথমোক্ত শিক্ষকের নিকট ছোট ছোট ছাত্রগণ ও মহা-বিদ্যালয়ের অধ্যপকের নিকট বড় বড় ছাত্রগণ শিক্ষা লাভ করে, যদিও শিক্ষক উপাধির মধ্যে উভয়ই অংশীদার বটে কিন্তু তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিই, যিনি বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করেন। তেমনিভাবে নবী তো সবই বটে কিন্তু শ্রেষ্ঠ নবী তিনিই যিনি উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করেন এবং তাঁহার পয়রবীতে উচ্চ পর্যায়ের পুরস্কার বা রুহানী মর্যাদা সমূহ হয়। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর পায়রবীতে তাঁহার উম্মতি বা অনবর্ত্তীগণ নবী পর্যন্ত মর্যাদা লাভ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে পূর্ববর্ত্তী নবীগণের পয়রীতে শুধু শহীদ ও সিদ্দীক পর্যন্ত মানুষ উন্নতি লাভ করিতে পারিত। যাহা আল্লাহ্ বলিয়াছেন:

والذين آمنوا بالله ورسله اولئك
هم الصديقون والشهداء عند ربهم
(حديد)

এখানে রসুল বলা হয় নাই উভয় বহুবচন বলা হইয়াছে, যদ্বারা পূর্ববর্ত্তী রসুলদিগকে বুঝাইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

কুরআনের ফজিলত

১। "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যাক্তি উত্তম, যে কুরআন শিখিয়াছে এবং অন্যদেরকে ইহা শিখায়। (বুখারী)।

২। "নিশ্চয় আল্লাহ্ এই কেতাবের (অনুগমনের) পরি-প্রেক্ষিতে কতক জাতিকে উন্নত করিবেন এবং অন্যদিগকে ইহার (বিরুদ্ধাচরনের) পরিপ্রেক্ষিতে অধঃপতিত করিবেন।" (মুস্লিম)।

৩। "ইসলাম কোন জাতি বা দেশের ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বরং মানবতার সুনীতি ও অনুভূতিসমূহের ময়দানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।"

খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)।

হাদিস শরীফ

দোয়া সূমহ

(১)

হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর আমার অপরাধ সমূহ, অজ্ঞতা এবং আমার কাজে বাড়াবাড়ী সমূহ, এবং আমার বিষয়ে আর যত কিছু, যাহা তুমি বেশী জান। হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমা কর আমার চেষ্টা ও বিচ্যুতি, আমার ত্রুটি সমূহ ও সংকল্প সমূহ এবং আর যত কিছু আমার আছে। হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমা কর, যাহা কিছু (আমল) আমি আগে পাঠাইয়াছি এবং ভবিষ্যতে পাঠাইব এবং যাহা কিছু আমি গোপন রাখিয়াছি এবং যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছি এবং আর যত কিছু যাহা তুমি আমা অপেক্ষা বেশী জান। তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত এবং সকল কিছুর উপর তুমি ক্ষমতা রাখ। (বুখারী ও মুস্লিম)

(২)

হে আল্লাহ! আমার ধর্মকে তুমি আমার জন্য নির্মল করিয়া দাও, যাহা আমার কর্মে আমাকে পবিত্র রাখিবে, আমার জগতকে আমার জন্য নির্মল করিয়া দাও, যেখানে আমার জীবিকা আছে; আমার পরকালকে আমার জন্য নির্মল করিয়া দাও, যেখানে আমার প্রত্যাবর্তন রাখিয়াছ, জীবনকে আমার জন্য দীর্ঘ করিয়া দাও সকল নেক কাজের মধ্য দিয়া এবং মৃত্যুকে আমার জন্য ত্রানের বিষয় কর সকল অকল্যাণ হইতে।

(মুস্লিম)।

(৩)

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট হেদায়েত, তকওয়া, আত্মত্যাগ ও সন্তোষ যাচনা করি।

(৪)

হে আল্লাহ্! আমাকে হেদায়েত কর, আমাকে শক্তি দাও এবং তোমার হেদায়তের পথকে স্মরণ রাখিতে আমাকে হেদায়েত কর তীরের লক্ষ্যের ন্যায় অভ্রান্ত লক্ষ্যে।

(মুস্লিম)

(৫)

হে রব! তুমি আমার সহায় হও, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে নহে, আমাকে সাহায্য কর, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে নহে, আমার জন্য পরিকল্পনা কর, কিন্তু আমার বিপক্ষে নহে, আমাকে

হেদায়েত কর এবং হেদায়েত আমার জন্য সহজ কর, আমাকে সাহায্য কর তাহার বিরুদ্ধে, যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। হে রব! আমাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ কর, তোমার স্মরণকারী কর, তোমার ভক্ত কর, তোমার বাধ্য কর' তোমার নিকট বিনয়ী কর, তোমার নিকট প্রত্যাশী রাখ, তোমার নিকট অনুতপ্ত এবং সদা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন-কারী কর। হে রব! তুমি আমার অনুতাপ গ্রহণ কর, আমার অপরাধ সমূহ ধৌত করিয়া দাও, আমার ডাকে সাড়া দাও, আমার যুক্তিকে মজবুত কর, আমার জিহ্বাকে শক্তি শালী কর, আমার অন্তরকে হেদায়েত কর এবং আমার হৃদয়ের গ্রন্থীকে খুলিয়া দাও।

(তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)

(৬)

হে আল্লাহ! তোমার ভালাবাসা আমাকে উপজিবীকা রুপে দাও এবং তাহার ভালবাসা যাহার ভালবাসা তোমার দৃষ্টিতে আমার উপকার করিবে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যে পছন্দনীয় উপজিবীকা দিয়াছ, উহাকে আমার মধ্যে শক্তি স্বরূপ কর তোমার ভাল-বাসার জন্য। হে আল্লাহ্! আমাকে যে সকল কাম্য বস্তু হইতে বঞ্চিত করিয়াছ, তুমি যাহা ভালাবাস তাহার জন্য উহাদেরকে মুক্তিপন স্বরূপ গ্রহণ কর।

অনুবাদ : মোহাম্মদ

আহমদ শীপার্স এণ্ড ট্রেডার্স

৮, কাতালগঞ্জ রোড

চট্টগ্রাম

ফোন—৮৫৪২৮

ভাল মিষ্টির একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মিষ্টি ঘর

৫৪, কাতালগঞ্জ পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

ফোন—৮৬৪৯৭

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

খোদা আমাদের সকল প্রচেষ্টার মূল স্তম্ভ

তোমরা যদি খোদার উপর আত্মসমর্পণ কর, তবে নিশ্চয় জানিও যে, খোদা তোমাদেরই। তোমরা নিদ্রাভিভূত থাকিবে এবং খোদা তোমাদের জন্য জাগ্রত থাকিবেন। তোমরা শত্রু হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু খোদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাহার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিবেন। তোমরা এখনও অবগত নহ যে, তোমাদের খোদা কত শক্তিশালী। যদি তোমরা অবগত থাকিতে, তবে দিনেকের তরেও এই সংসারের জন্য চিন্তিত হইতে না। যে ব্যক্তির নিকট ধনের আকর রহিয়াছে, সে কি কখনও একটি পয়সা নষ্ট হইলে, তজ্জন্য বিলাপ ও চিৎকার করিয়া মরে? সুতরাং তোমরা যদি এই ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকিতে যে, খোদা তোমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের সময় কাজে আসিবেন, তবে সংসারের জন্য তোমরা এরূপ আত্মহারা হইতে না। খোদা এক প্রিয় সম্পদ, তোমরা তাঁহার সমাদর কর। প্রত্যেক পদে পদে তিনিই তোমাদের সহায়ক। তিনি ব্যাতিরেকে তোমরা কোন কিছুই নহ এবং তোমাদের পার্থিব উপকরণ এবং তদবিরও কিছুই নহে।

অন্যান্য জাতির অনুকরণ করিও না, যাহারা সম্পূর্ণরূপে পার্থিব উপকরণের উপর নির্ভরশীল এবং সর্প যেরূপ মৃত্তিকা ভক্ষণ করে, তাহারাও তদ্রুপ হেয় পার্থিব উপকরণের মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে। শকুন ও কুকুর যেরূপ শব ভক্ষণ করিতে ব্যস্ত, তাহার ও তদ্রুপ শব ভক্ষণে ব্যস্ত। তাহারা খোদা হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা মানবের পূজা করিয়াছে, শুকর ভক্ষণ করিয়াছে, সুরা জলবৎ পান করিয়াছে ও অত্যাধিক পরিমাণে পার্থিব সম্পদে সম্মোহিত হওয়ায় এবং খোদার নিকট হইতে শক্তি প্রার্থনা না করায়, তাহাদের (আধ্যাত্মিক) মৃত্যু ঘটিয়াছে। আধ্যাত্মিকতা তাহাদের হৃদ-মন্দিরকে এমনভাবে পরিত্যাগ করিয়াছে, যেমন কপোত তাহার পুরাতন নীড়কে পরিত্যাগ করিয়া থাকে এবং সংসার পূজার কুষ্ঠরোগ তাহাদের আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিয়াছে। অতএব তোমরা উক্ত কুষ্ঠ ব্যাধিকে ভয় কর।

('কিশ্‌তিয়ে নুহ' হইতে সংকলিত)।

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

(২৪ শে জানুয়ারী, ১৯৭৫ ইং রবওয়ার মসজিদে আকসা প্রদত্ত)

আমরা খোদাতয়ালার ভালবাসা অর্জন করিয়া দুনিয়ার জন্য একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য, নমুনা হওয়ার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি। আমাদের 'আমল ও আকিদা' কর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে বৈষম্য থাকা উচিত নয়।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই যে. আমরা যেন আমাদের দৃষ্টান্ত ও নমুনা এবং রূহানী (আধ্যাত্মিক) সৌন্দর্যের আকর্ষনের মাধ্যমে ইসলামকে গৌরব মণ্ডিত ও জয় যুক্ত করি।

আল্লাহ্ করুন আমরা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর 'উসওয়ায়ে হাসানা, তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণের ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের উক্ত লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হইতে পারি।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর নিম্নরূপ আয়াত কারীমা পাঠ করেন:

فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد باسه عن القوم المجرمين ۔ (انعام-۱۴۸)

আমি বলিয়াছিলাম যে, জামাতে আহ্মদীয়ার নিকট আল্লাহতায়ালার ফজলে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর এই ফয়েজ বা কল্যাণ পৌঁছিয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালার এরফান বা সক্ষ্য তত্বজ্ঞান পাওয়ার তাহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে। আমরা এই চেষ্টায় প্রয়াসে নিয়োজিত থাকি যে' আল্লাহতায়ালা যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আমরা যেন কখনও তাঁহার অসন্তুষ্টির পাত্র না হই।

কুরআন করীম আমাদিগকে অনেকগুলি শিক্ষা দিয়াছে। আমাদিকে বার বার সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছে যে, বদী, বদ-আমলী এবং গুনাহ হইতে বিরত থাকিয়া আমরা আল্লাহ-তায়ালার অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা পাইতে পারি। তেমনিভাবে অনেকগুলি শিক্ষা এরূপ দিয়াছে যাহা পালন করিয়া আমরা আল্লাহতায়ালার প্রেম ও ভালবাসা এবং তাঁহার রেজামন্দীকে লাভ করিতে পারি।

আমি যে ছোট্ট আয়াতটি পাঠ করিয়াছি। উহাতে উক্ত উভয় দিক সম্পর্কে আমাদিগকে

একটি বিষয় বলা হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলেন যে. হে রসুল! যদি মানব জাতির মধ্যে একটি অংশ তোমাকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে, তাহাতে তোমার আবির্ভা-বের উদ্দেশ্য কিছুই ব্যাহত হইতে পারে না, কেননা তোমার মান্যকারীগণও মজুদ আছেন, তাঁহারা আল্লাহ তায়ালার অগাধ রহমত-রাজীর আধিকার।

ইহা আরবী ভাষার বৈশিষ্ঠ্য বা বাক পদ্ধতি যে, একটি শব্দ যেখানে ব্যবহৃত হয়, উহার বিপরীত অর্থটিও সেখানে বিদ্যমান থাকে। সেই শব্দের পূর্বাপরই উহার বিপরীত অর্থটিকেও লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেয়। সুতরাং যদিও এই আয়াতে করীমায় فان كذبوك (—যদিও তাহারা তোমাকে প্রত্যাখান করিয়াছে বলা হইয়াছে. তথাপি كذب (কিযব) ও صدق (সিদক) দুইটি শব্দ আরবী ভাষায় একটি আর একটির মোকাবেলায় প্রযোজ্য হবে। কিযব এর অর্থ মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং কাযযাবার অর্থ মিথ্যার দিকে আরোপিত করা। ইহা কথায়ও হইয়া থাকে এবং কার্যতঃও অর্থাৎ সেই আকীদা বা বিশ্বাস যাহার ফলশ্রুতি হিসাবে আমলের ধারা নির্গত হয়। সেই অর্থেও উহা বাক্যে ব্যবহৃত হয় এবং আমি এখনই এই আয়াতে বর্ণিত যে বিষয়টির ব্যাখ্যা করিব, তাহা উল্লিখিত উভয় অর্থকে পরিবেষ্টন করে অর্থাৎ কিযবের সহিত সিদকের অর্থও তন্নিহিত আছে আছে। অর্থাৎ মানুষ তাহার কথায়ও তসদীক (সত্য সমর্থন) করে এবং আকীদা বা অন্তরের বিশ্বাস ও পাকা পোক্ত ভাবে রাখে যাহার ফলে আমরা উন্নিত লাভ করি।

সুতরাং আলোচ্য আয়াতে যেখানে ইহা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মানব জাতি, যাহা দের প্রতি যথা সম্বিত কোরআনের মত কামেল ও পরিপূর্ণ কেতাব নাযেল হইয়াছে এবং উহাই সেই কামেল ও পরিণত শরীয়ত (ধর্ম বিধান) যাহা ইনসানে কামেল (পূর্ণ মানব) হযর মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) লইয়া আসিয়াছেন কিন্তু এই মানব সকলের মধ্যে একটি অংশ ইহাকে মিথ্যার দিকে আরোপিত করে, ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং ইহাকে মিথ্যা মনে করিয়া ইহার অনুশাসন মানিয়া চলে না। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, মানব জাতির আর একটি অংশ আছে, যাহারা ইহাকে তসদীক করে, ইহার সত্যতা সমর্থন করে কথার দ্বারায় যে খোদাতায়ালার একটি সাচ্চা এবং কামেল পথ নিদেশকে আমাদের নিকট আসিয়াছে। তেমনি অন্তরে ও তাহারা ইহাকে গ্রহণ করে এবং কোরআনী নির্দেশাবলী অনুযায়ী সকল আমল পালন করে। যেহেতু এই শোযুক্ত দলটির যেহেতু সকল লোক অন্তগত যাহাদের সঙ্গে আল্লাহতায়ালার রহমত সুলভ সম্পর্ক রাখেন, সেইজন্য তাহাদের প্রতিদানের কথাও প্রথমই বলা হইয়াছে। যথা —

فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة যেভাবে আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, আরবী বা পদ্ধতি নিজেই শব্দের অর্থ ও মর্ম নিধারণ করে, তদনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, হে রসুল! সেই সকল লোক যাহারা তকযীব (মিথ্যা প্রতিপন্ন বা প্রত্যা-খ্যান) করে না, বরং তসদীক (সত্য সমর্থন) করে, যাহারা আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত তোমার উপরে ঈমান আনয়ন করে এবং তোমার শরিয়তকে প্রকৃত ভাবেই সাচ্চা এবং কামেল হেদায়ত বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদের সহিত আল্লাহতায়ালা রহমত সুলভ সম্পর্ক আচরণ প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাদের জীবনে আল্লাহ্ তায়ালার কুদরত ও মহিমার জলওয়া বা বিকাশ সমূহ সংঘটিত হইতে থাকে, যাহা প্রমান ইহা প্রমান করিয়া দেয় যে, আল্লাহ-তায়ালা ذو رحمة واسعة সুপ্রসারিত রহমতের অধিকারী। পক্ষান্তরে মানব জাতির অপর অংশটি যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং ইসলামকে সত্য ধর্ম বলিয়া মনে করে না এবং সত্য বলিয়া জ্ঞান না করায় উহার অনুশাসন মানিয়া চলে না, উহার উপর আমল করে না, সত্য প্রত্যাখ্যান কারী এই দলটিরও এ কথা কখনও ভুলিয়া যাওয়া উচিত হইবে না যে, لا يرد بأسه عن القوم المجرمين। অর্থাৎ, যাহারা অপরাধী বদী এবং বদ আমলীর সহিত নিজেকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের উপর হইতে আল্লাহতায়ালার আযাব টলাইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। খোদাতায়ালার শাস্তি তাহাদিগকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

যেভাবে (আয়াতের প্রথমাংশ) "যু রাহ্-মাতেন ওয়াসেয়াতেন" আমাদের নিকট ইহা নির্দেশ করে যে, এখানে 'মাকাযযেবীন' বা সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণের সঙ্গে সঙ্গে 'মুসা-দ্দেকীন' বা সত্য সমর্থকারীদিগের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে (আয়াতের শেষাংশে) 'মুজরিম' বা অপরাধী শব্দটিও আমাদের নিকট এই নির্দেশ করে যে, মুনকির কাফির' বা অস্বীকার কারী অবিশ্বাসীর সঙ্গে সঙ্গে 'মুফাসিদ মুনাফিক' বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকরী কপটের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যায়' এইভাবে বলা হইতঃ لا يرد عن المجرمين কিন্তু কোরআন করীম সেইরূপে বলে নাই। আরবী ভাষায় মুজরিম সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে মকরুহ বা অপছন্দনীয় কাজ করে। যে ব্যক্তি কাফের, মোনকের (অস্বীকারকারী, অবিশ্বাসী) তাহার মন্দ আমল হেতু ইহা হইয়া থাকে যে, সে মৌখিক ভাবে ও অন্তরের বিশ্বাসগত ভাবেও এবং কার্য্যত মোহাম্মদীয় শরীয়তের উপর ঈমান রাখে, কিন্তু আরেক শ্রেণীর লোক, যাহারা মুখে বলে এবং মৌখিক ভাবে স্বীকার করে যে মোহাম্মদ (সাঃ) খাতামাল আম্বিয়া এবং তাঁহার উপরে কামেল শরীয়ত কোরআন

শরীফ আকারে নাযেল হইয়াছে। কিন্তু তাহারা ইহার উপর আন্তরিক বিশ্বাস রাখে না, সেজন্য ইহারা পাপাচারে (ফিশ্‌কো ফজুরে) লিপ্ত হয়। শরীয়তের আহকাম-এর প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

সুতরাং লাইরাদ্দু বা'ছুহু আ'নিল কাওমিল মুজরেমীন-এর মধ্যে সেই মোকাজ্জেব সত্য প্রত্যাখ্যান কারীও শামিল রহিয়াছে। যাহারা মৌখিক ভাবেও সত্য সমর্থন করে না এবং অন্তরেও বিশ্বাস রাখেনা, এবং তেমনি উহাতে, সেই মুকাজ্জেবিন সত্য প্রত্যাখান কারীগণও সামিল রহিয়াছে, যাহারা মৌখিক ভাবে তো সত্য সমর্থন করে কিন্তু অন্তরে প্রত্যাখান করে। এবং পাপাচারে লিপ্ত থাকে আর ইহাই মোনাফেকের কাজ। যেহেতু একজন কাফেরর কথা ও কাজের মধ্যে তফাৎ ও বৈষম্য থাকে। সত্য প্রত্যাখ্যান কারী ফাফের মৌখিক ভাবেও সত্যাকে অস্বীকার করিয়া থাকে, তদনুযায়ী তাহার অন্তরের বিশ্বাস এবং আমলের ধারা হইয়া থাকে। কেননা স্বয়ং বৈষম্যও (কথা কাজেও বিশ্বাসের মধ্যে) মানব জীবনেও একটা বড় রকমের গোনা, সেজন্য (কাফের) সত্য প্রত্যাখ্যান কারী অবিশ্বাসী বৈষম্য জনিত পাপ হইতে বিরত থাকার ফলে এই ফায়দা লাভ করে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা বিদ্রোহ ও ফাসাদের উক্তর কারনটি তাহার মধ্যে না থাকার কারনে, তাহার জন্য জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর নিদ্ধারন করেন না। কিন্তু মোনাফেক ব্যক্তি মুখে তো বলে যে সে ঈমান আনিয়াছে কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাসের অভাবে তাহার পাপাচারেরলিপ্ত হওয়া প্রমান করে যে, সে ঈমান আনে নাই, বরং সে রিয়া বা লোক দেখানো স্বরুপ বাহ্যিক কিছু কেন আমল ও পালন করিয়া থাকে কিন্তু প্রকৃত নেকী তাহা হইতে ততই দূরে যত জমিন আসমান হইতে দূরে। সেইজন্য আমরা এই আয়াত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বৈসম্য সম্পর্কিত গোনাহ্‌-কে আল্লাহতায়ালা উপেক্ষা করে না। সুতরাং

"ইন্নাল মোনাফেকিনা ফিদ্দার ফিল আস-ফালে মিনাল নার।" (সুরা নেছা, আয়াত : ১৪৬)

আয়াতটিকে আলোচ্য আয়াতটির সঙ্গে মিলাইয়া অর্থ করিলে আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারি যে, যদিও মুনাফেক ব্যক্তি, অস্বীকারকারী কাফরের সঙ্গে অন্তরের বিশ্বাস এবং আমলের দিক হইতে এক শ্রেণীভুক্ত কিন্তু সে (মুনাফেক) অতিরিক্ত এই একটি পাপ করিয়া থাকে যে, তাহার জীবনে (কথা ও বিশ্বাস এবং কাজের মধ্যে) বৈষম্য বিদ্যমান থাকে, এবং সে. উক্ত বৈষম্য যেন না থাকে সেই সম্বন্ধে আল্লাহর হুকুমের বরখেলাপ কাজ করে। এক ব্যক্তি বিদ্রোহী, সে খোলাখুলী-ভাবে বলে যে, সে ঈমান রাখে না। কিন্তু আর এক ব্যক্তি আছে, যে বলে যে, সে ঈমান আনিয়াছে, অর্থাৎ, শুধু মৌখিকভাবে ঈমানের দাবী করে কিন্তু না তো তাহার অন্তরের

বিশ্বাসই ঈমান মোতাবেক হইয়া থাকে, আর না তো তাহার আমলই ঈমান অনুযায়ী হইয়া থাকে। সুতরাং মুনাফেকের একটি গুণাহ, সত্য প্রত্যাখানকারী কাফেরের চাইতে বেশী অতিরিক্ত হইয়া থাকে, বাকী সকল গুণাহ্ সমান সমান সমানই হয়। সেই জন্য فى الدرك الا سفل من النار (ফিদদারফিল ও আসফালে মিনাননারু) সম্বন্ধে বোধগম্য হইল যে, মুনাফেকদিগকে বেশী শাস্তি কেন দেওয়া হইয়াছে। এমনিতো আমরা কোরআন করীমের প্রত্যেকটি আয়াতের উপর ঈমান রাখি তাহা আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি। কিন্তু যেহেতু খোদাতায়ালা কোরআন করীমকে একটি হেকমত ও তাৎপর্যপূর্ণ কেতাবেরূপ দান করিয়াছেন। সেই হেতু উহা প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে বুঝায় এবং যুক্তি-প্রমাণও পেশ করে।

মোট কথা, আল্লাহ্তায়ালা ربكم ذو رحمة واسعة তোমাদের রব সুপ্রারিত রহমতের অধিকারী আয়াতের মধ্যে এই মজমুন (বাবিষদ বস্তু)-ই বর্ণনা করিয়াছেন যে, رحمتى وسعت كل شئ (আমার রহমত প্রত্যেক জিনিষকেই পরিব্যপ্ত করিয়াছে। এবং তেমনি ভাবে ইহা ও বলিয়াছেন যে, আমি (আল্লাহ) সুপ্রসারিত-রহমতের অধিকারী। যদিও ইহা ঠিক এবং নিশ্চয়ই ইহা সত্য যে, খোদাতায়ালার সেফাত সমূহের বিকাশ, আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নকারী, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনকারী ও তাঁহার জন্য আত্মোৎসর্গকারী এবং তাঁহাতে আত্ম-বিলীনকারী ব্যক্তিদের উপর সুপ্রকাশিত হয় এবং উহা দুনিয়ার নিকট ইহা প্রমান করে যে, আমাদের রব ربنا ذو رحمة واسعة সুপ্রসারিত রহমতের অধিকারী। ইহা সত্ত্বেও যে, আল্লাহতায়ালা "যুবাহমাতেন ওয়াসেয়াতেন," মানব জাতিকে ইহা বিস্তৃত হওয়া উচিত সঙ্গে যে, আল্লাহ্তায়ালা 'কাহ্হার' —'কঠোর শাস্তিদাতা'ও বটে। মানুষের উপর তাঁহার গজব ও উত্তেজিত হয়। যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহতায়ালার গজবের উপযুক্ত হিসাবে প্রতিপন্ন করে, তাহা হইলে সে, মুখে অস্বীকার করিয়া তদনুযায়ী কাফের ও মুনকির বলিয়া আখ্যায়িত হউক, অথবা অঙ্গীকার করিয়া ও আন্তরে অবিশ্বাসী হউক এবং আন্তরিক বিশ্বাসের ফলে যে মুখলেসানা সরলতাপূর্ণ খাঁটী আমল সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা যদি তাহার দ্বারা সম্পাদিত না হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার উপর হইতেও আল্লাহতায়ালার আযাব ও শাস্তিকে কেহ টালাইতে পারিবে না। ইহার মধ্যে কঠোর ওয়ার্নিং এবং সতর্কবানী রহিয়াছে সেই সকল লোকের জন্য ও যাহারা মুনকের কাফের অস্বীকারকারী বা হটকারী অবিশ্বাসী এবং তেমনি ভাবে এবং তাহাদের জন্য ও ইহাতে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হইয়াছে, যাহারা

বাহ্যিকভাবে খোদাতায়ালার আওয়াজের উপর লাব্বাইক বলিয়া তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার জামাতের তথা উম্মতে-মোহাম্মদীয়াতে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অঙ্গীকার মৌখিক পর্যায়েই মাত্র; অন্তর ও অপরাপর সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং আমলের পর্যায়ের অঙ্গীকার নয়। যথা, তাহাদের অন্তরগত বিশ্বাস তাহাদের মৌখিক অঙ্গীকারের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা তাহাদের আমল সেই মৌখিক অঙ্গীকারের হইতে ভিন্ন ও বিরুপ। এমতাবস্থায় মৌখিক দাবীর দ্বারা কোন ব্যক্তিই খোদাতায়ালার পেয়ার ও ভালবাসাকে অর্জন করিতে পারে না, বরং সে তাহাদের পর্যায় ভুক্ত হইয়া যায়, যাহাদের সম্বন্ধে ইহা বলা হইয়াছে যে, সেই সকল লোক আল্লাহ-তায়ালার আযাব হইতে রক্ষা পাইবে না।

মোট কথা, যে সকল ব্যক্তি খোলাখুলী ভাবে অস্বীকার করে, তাহাদের বিষয় তো স্পষ্টই। কিন্তু প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে, আল্লাহতায়ালার আওয়াযের লাব্বাইক বলিয়া হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-এর উহার ঈমান আনিয়াছে এবং ইহা ঘোষণা করিয়াছে যে, সে তাহার জীবন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর নাযেলকৃত শরীর মোতাবেক অতি-বাহিত করিবে তথা কোরআন শরীফকে তাহার জীবন বিধান রূপে গ্রহণ করিবে; তেমনিভাবে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্যে যে পূণ্যাত্মা ও মহাপুরুষগণের ধারা বাহিকভাবে সম্বন্ধে সুসংবাদ জানাইয়া গিয়াছেন এবং যাঁহাদের সম্বন্ধে কোরআন করীম বলিয়াছেম যে, আল্লাহর মনোনীত পুণ্যাত্মা এবং পুন্যবান ব্যক্তিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিলেই আল্লাহতায়ালার পেয়ার ও ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং সেই (উল্লিখিত) ব্যক্তি ইহা ও দাবী করে যে উক্ত সালেহ ও পূণ্যাত্মাগণের সঙ্গে থাকিবে তেমনিভাবে যে ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস ও দাবী করে যে, হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী আগত ইমাম মাহদী (আঃ)-কে শনাক্ত করিয়াছি এবং যেহেতু (আঁঃ)-হুযরত (সাঃ) ইমাম মাহদী (আঃ)-কে 'সালাম' প্রেরণ করিয়াছেন যেহেতু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এরশাদ মোতাবেক ইমাম মাহাদী (আঃ) যে সালামতী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহাতে অংশী-দার হওয়ার চেষ্টা করিয়াছে, শুধু সেই ব্যক্তির জন্য নয় বরং সমস্ত জামাতের জন্য বড়ই ভয়ের বিষয়, খওফের মোকাম যে, এমন যেন না হয়, কোন ব্যক্তি তাহার গাফলতী ও অবহেলার ফলে আল্লাহতায়ালার সেই সকল ফজল ও অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, যাহা জামাতে আহমদীয়ার উপর বর্ষিত হয়। অবশ্য জামাতে শুনিয়া তো কোন আহমদী ঐরূপ কাজ করে না। কোন মুনাফেক থাকিলে তাহার কথা ভিন্ন। কিন্তু আমি এখন মুনাফে-কের কথা বলিতেছি না আমি সেই সকল লোকের কথা বলিতেছি। যাহাদিগকে আল্লাহ-

তায়ালা এই আয়াতের মধ্যে ওয়ার্ণিং দিয়াছেন যাহাদিগকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছে যে, দেখ, কওল ও ফে'ল কথা এবং কাজের মধ্যে বৈষম্য ও অসামঞ্জস্য থাকা বড়ই ভয়ের কারণ, খওফের মোকাম। যদি তোমাদের কথা, কাজ এবং অন্তরের বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধ থাকে ইহা সত্ত্বেও যে, তোমরা ইহা দাবী কর যে, তোমরা ঈমান আনিয়াছ, সত্যের সমর্থন করিয়াছ; কিন্তু যদি তোমাদের অন্তরের বিশ্বাস কিংবা তোমাদের আমল উহার সহিত অসামঞ্জস্য পূর্ণ হয়, তাহা হইলে ইহা ভুলিবে না যে,

—তোমরা মুজরেম (অপরাধী) হইবে এবং মুজরেম আল্লাহ্‌তায়ালার শাস্তির উপযুক্ত হয় তোমাদিগকে এবং আযাব কি এবং কিরূপ তাহা ও আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদিগকে শ্রুত করাইয়াছেন। তোমরা সেই আযাব হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পার না, উহাকে টালাইতে ও পার না। সেই জন্য আমাদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, অর্থে ইসলামী পরিভাষায় 'তসদীক' (সত্য সমর্থন) শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে (এবং তাহা 'তকবীর' সত্য-প্রত্যাখান)-এর মোকাবেলায় বলা হয়। তসফীকের সত্য অর্থেই আমরা 'মুসাদ্দেক' (সত্য সমর্থনকারী) হইব মৌখিক ভাবে ও তসদীককারী এবং তদনুযায়ী 'আমলী বিশ্বাস' এর আমরা অধিকারী হইব। প্রকৃতপক্ষে সহিহ আকীদা বা বিশ্বাস আমলে সালেহ বা সৎকর্মে উৎস স্বরূপ হইয়া থাকে।

সুতরাং আমরা যদি সৎকর্ম সমূহ পালন করিয়া চলি, তাহা হইলে আমরা আমাদের জীবনে 'যুরাহমাতেন ওয়াসেয়াতেন'—ব্যাপক করুনারাশির অধিকারীরূপে খোদাতায়ালাকে লাভ করিব। কিন্তু যদি আমরা তদ্রুপ না করি, তাহা হইলে আমরা সত্য সমর্থনকারী বা মুসাদ্দেক' তথাপি আমাদের মকাম ও মর্যাদা মুসাদ্দেকের মর্যাদা হইবে না বরং আমরা খোদাতায়ালার কহরের নীচে পতিত হইব।

কিন্তু একজন আহমদী ও যে মুনাফেক নয়—(তবে হইলেও সন্দেহ নাই যে, ইলাহী সেলসেলা সমূহের মধ্যে মুনাফেকদিগের সেলসিলাও সঙ্গে সঙ্গে চলে কিন্তু তাহারা তো 'বাতিক্রম' (Exception) এর পর্যায়ে পড়ে এবং ব্যতিক্রম নিয়ম বা বিধানকে সপ্রমাণ করে। ইলাহী সেলসিলা বা জামাত সমূহে মুখলেসিন সরল ও খাঁটী ব্যক্তিদেরই ভারী সংখ্যা ঘনিষ্টতা হইয়া থাকে। আমার ধারনায় মুনাফেকের সংখ্যা তো হয়ত হাজারের মধ্যে একজনও হইবে না, এমন কি হয়ত দশ হাজারের মধ্যে একজনও হইবে না।) কিন্তু যে ব্যক্তি মুনাফেক নয়, অর্থাৎ, সেই ব্যক্তিদের মত নয়, যাহারা জানিয়া শুনিয়া মুখে এই দাবী করে যে, তাহারা তদনুযায়ী অন্তরে বিশ্বাস রাখে না এবং আমল করার জন্য ও প্রস্তুত নয় 'রেয়া' বা লোক দেখানো

আমল ব্যতীত। মুনাফেকের সমস্ত আমলই লোক দেখানো হইয়া থাকে। কেননা যখন সে অন্তরে বিশ্বাসই রাখে না এবং তাহার ঈমান সহিহ্ নয়, তখন তাহার বাহ্যতঃ মোমেন সুলভ যে সকল আমল হইবে তাহাও লোক দেখানোর আমলই হইবে, তাহা আল্লাহতায়ালার পেয়ার ও ভালবাসাকে অর্জন করিতে সক্ষম আমল হইবে না। কিন্তু ইহাও তো হইতে পারে এবং ইহা হইয়াও থাকে যে, মানুষ সত্যকে সনাক্ত বা উপলব্ধি করার পর ও মানবীয় দুর্বলতা বা গাফলতী বা অবজ্ঞাও অবহেলার ফলে এমন কোন কাজ করে যাহা একজন মোমেন এবং সত্য সমর্থনকারী মুসাদ্দেক ব্যক্তির আমল নয় বরং একজন মুনাফেকের আমল হইয়া থাকে।

সুতরাং নেফাক বা কপটতা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করা উচিত, উহা হইতে বাঁচার জন্য সাধ্য-সাধনা ও মুজাহেদা করা দরকার এবং খুব বেশী চেষ্টা করা উচিত যে, আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমাদিগকে মুনাফাকাত হইতে রক্ষা করেন।

স্মরণ রাখিবে যে, আমরা খোদাতায়ালার প্রেম ও ভালবাসা লাভ করিয়া দুনিয়ার জন্য নমুনা হওয়ার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হইয়াছি। আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যেন আমাদের সেই নমুনা এবং রূহানী সৌন্দর্যের ফলশ্রুতি হিসাবে ইসলামকে সমুন্নত ও জয়যুক্ত করিতে পারি। হযরত রসুল করীম (সাঃ) যেহেতু 'রহমতুললিল আলামীন' ছিলেন সেই জন্য যখন কাহার ও উপর তাঁহার ছায়া পতিত হয় তখন তাহার মধ্যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। সেই সৌন্দর্য এবং সেই এহসান ও কল্যাণের ফলে মানুষ যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর আঁচল ধরে তখন তাঁহার এহসান বা কল্যাণ সাধনের শক্তি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়, খোদা করুন, তাঁহার উক্ত সৌন্দর্য ও কল্যাণ এবং তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শের অনুসরণের ফলে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হই এবং আমাদের উদ্দেশ্য ইহাই যে, আমরা জাতির হৃদয় জয় করিয়া আমাদের প্রিয় প্রভু হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকা তলে একত্রিত করিব। ইনশাআল্লাহ্, ওয়া বিল্লাহিত তওফিক।

(সাপ্তাহিক 'বদর' (কাদিয়ান) ১লা মে, ১৯৭৫ ইং হইতে অনুদিত)।

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

মোমেনগণের শান, ঈমান, ধৈর্য এবং বীরত্বের অপূর্ব কাহিনী

[টোপীর (সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান) সুবেদার আবদুল গফুর সাহেব লিখিত বৃত্তান্ত]

'পুষ্পিত বাগান সাজানোয় আমারও রুধির শামিল রহিয়াছে'

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(ডোম ওয়ার্কিং এরিয়া)

দুই মাইল আগে যাইয়া মুস্কিলের সহিত তাহাকে ফিরাইলাম এবং আমি আল্লাহ্‌র নাম লইয়া আগে চলিলাম। চারিদিকে কাঁটা-ওয়ালা ঝোপ ছিল। ছেলেদের পায়ের চপ্পল বেকার হইয়া পড়িল, শালওয়ার ফাটিয়া গেল এবং এইভাবে একান্ত অসহায় অবস্থায় আছাড় পিছাড় খাইতে খাইতে আমরা ড্যোম ওয়ার্কিং এরিয়াতে পেঁৗছিলাম। এখান হইতে মাটি বাহির করা হইতেছিল এবং কনভেয়ার বেল্টের সাহায্যে ড্যোম যাওয়া যায়। আমরা সেই কনভেয়ার বেল্টের নিকট পেঁৗছিলাম। পাটাতনটি তখনও খাড়া ছিল। আমরা সেখানে পেঁৗছিবামাত্র সাইরেণ বাজিয়া উঠিল। আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। আমরা হেড পর্যন্ত গেলে দুই তিন মাইল হাঁটিতে হয়। সেখানে হয়ত নানা প্রকৃতির লোক কাজ করিতেছে। তাহারা নিশ্চয় আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে। পাটাতনের উপর দুই দুই মাইল দূরে পুল নির্মাণ হইতেছে। কিন্তু সেখানেও সিকিউরিটি গার্ড-গণ রহিয়াছে। এমতে সেদিকেও ভয়ের কারণ রহিয়াছে। সাইরেন বাজিয়া গিয়াছিল। আমরা আল্লাহতায়ালার উপর ভরসা করিয়া এই পথে যাওয়ারই ফরসালা করিলাম এবং ভাবিলাম যে, যদি মরণ আসিয়া থাকে, তাহা হইলে এইখানেই মরিব। পক্ষান্তরে যদি মহান বিপদ তারণ খোদা বাঁচাইতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় আমাদিগকে বাঁচাইবেন। আমি সর্ব নিম্ন পাঠাতনের উপর দিয়া চলিবার পরামর্শ দিলাম। কিন্তু উহা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং যমীনের নিকট অবস্থিত ছিল। আমার দুই ছেলে বেল্টের মাঝখান দিয়া গুটি মারিয়া প্রবেশ করিয়া পার হইয়া গেল। যদি মরণ আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ভয় কিসের? এইখান দিয়াই পার হইব। নিষেধ সত্ত্বেও আমার মেয়েরাও পার হইয়া গেল। আমার স্ত্রী আমার নির্দেশিত পথ ধরিল। কিন্তু আমি বুঝিলাম এ পথ বড় কঠিন। আমি পার হইতে পারিব না। তবু খোদার উপর ভরসা করিয়া আমিও বিপজ্জনক পথ ধরিলাম। এবং নিমেষে বিপজ্জনক স্থানটি অতিক্রম করিলাম। দ্বিতীয়বার সাইরেন বাজিল। পাটাতন সরিয়া গেল। আমরা পশ্চাদ্ধারণ কারীদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া গেলাম। এখন ক্ষুৎপিপাসা ও ক্লান্তিতে আমরা অত্যন্ত

কাহিল হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু তবু আমরা চলিতে লাগিলাম। অবশেষে আমরা সেই কাঁচা পথে আসিয়া পেঁৗছিলাম, যেখানে ড্যেমের জন্য গাড়ি যাতায়ত করে। আমরা সেখানে আসিবার পূর্বেই পানি ছিটাইবার গাড়ি সেখান দিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তারার আলোকে স্থানে স্থানে পানি দেখা যাইতেছিল। আমার ছেলেরা জমা পানি মনে করিয়া হাত দিয়া দেখিল কাদা। তাহারা পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা কাদার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পানি চুষিয়া তাহাদের কণ্ঠকে ভিজাইয়া লইল। আল্লাহ! আল্লাহ্। প্রত্যেক উৎকণ্ঠ ও বিপদের সহিত পানির সম্বন্ধে কি গভীর! কিন্তু পিপাসা কম হওয়ার পরিবর্ত্তে তাহাদের পিপাসা আরও বাড়িয়া গেল। ওদিকে সম্মুখে এক পাহাড়ের চড়াই ছিল এবং সকলের পা কাঁপিতেছিল। এই পথে গয়ের এলাকার লোকও যাতয়াত করে। তাহারা আমাদের উপর লুট মারের বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাতে তাহাদের অনেক প্রাণহানী হইয়াছিল। আমরা এই এলাকা তাড়াতাড়ি পার হইতে চাহিতেছিলাম। আল্লাহতায়ালার লীলা। এ যাবৎ কোন গাড়ি এ দিকে আসে নাই। নচেৎ আলোর সম্মুখে আমরা ধরা পড়িয়া যাইতাম। আমরা পিছনে পাহাড়ের উপর চড়িয়া গেলাম। এখন ক্ষুৎ পিপাসা ও অবসাদে আমরা অচল হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমরা পাহাড়ের পশ্চাতে লুকাইয়া নিজেদের রবের নিকট দোয়া করিতে লাগিলাম। আমি পুত্র এজাজকে বলিলাম, ড্যেমে যাইয়া কোন কিছুতে করিয়া কিছু পানি লইয়া আইস। নচেৎ আমরা চারিদিক দিয়া অবরুদ্ধ হইতে পারি। তাঁহার সমস্ত পোষাক রক্ত রঞ্জিত ছিল, গুলির আঘাতে তাহার হাত ক্ষত বিক্ষত ও ফুলিয়া ছিল। সেখানে গেলে তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল। আমার দ্বিতীয় পুত্রের এমন অবস্থা ছিল না যে, সে সেখানে দুই তিন মাইল গিয়া ফিরিয়া আসে। এদিকে অবস্থা এই যে রাইফেল এবং রিভলভারের গুলিতে মরার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া এখন পিপাসার তাড়না প্রতি মুহূর্তে আমাদিগকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছিল।

এবং পানি পাইলাম—

এমন সময়ে দশ ফুট দূরে এক চবুতারার উপরে একটি সুরাহী দৃষ্টি গোচর হইল। এজাজ সেই সুরাহীটি উঠাইয়া আনিল। উহার মধ্যে পানি ছিল। আমার ছোট মেয়ে উহা নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল। আমার ছোট ছেলে এমতিয়াজ, যে আমার পৌত্রিকে সারা রাস্তা কোলো করিয়া আনিয়াছিল, শক্তি-হীন হইয়া যমীনে শুইয়া পড়িল এবং দুই হাত যমীনে ছড়াইয়া ছিল। কিন্তু সে অনুভব করিল যেন তাহার এক হাত পানির মধ্যে পড়িয়াছে। সে আমাকে বলিল, এখানে পানি আছে। আমি উঠিয়া দেখিলাম, সেখানে একটি সীমেন্টের চৌবাচ্চা। খোদা জানেন

উহা ওখানে কেন ছিল। আমি শীঘ্র শীঘ্র উহা হইতে পানি লইয়া সকলকে পান করাইলাম এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই নেয়ামতের শুকুর জানাইয়া উৎরাই আরম্ভ করিলাম। আরও দেড় দুই মাইল পথ চলিবার বাকী ছিল। কিন্তু এখন দুশ্চিন্তা হইল, আমাদের ছন্নছাড়া অবস্থা দেখিয়া লোকে কি বলিবে এবং কি ভাবিবে। আমরা কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিব। আমাদিগকে কি কেহ আশ্রয় দিতে সাহস করিবে?

সেই আকাশ আছে এবং সেই যমীন কিন্তু নিরাপত্তার নামগন্ধও কোথাও নাই। কোথায় গিয়া মাথা লুকাইব, হায় কোথাও আশ্রয়ের স্থান পর্যন্ত নাই। কখনও কোথাও যাইতে মনস্থ করিতেছিলাম এবং কখনও অন্যত্র। পরে আবার নিজের দিকে দেখিতেছিলাম। খালি হাত, খালি মাথা, খালি পা, ছেঁড়া কাপড়। এ অবস্থা লইয়া কোথায় যাইব। এইরূপ চিন্তায় উদ্বেল হইয়া চলিতেছিলাম, এমন সময় একটি ল্যাণ্ডরোভার গাড়ি আসিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গেল। মেয়ে ছেলেদের লইয়া আমরা পাহাড়ের আড়ে আত্মগোপন করিলাম। কিন্তু ইহা বলিতে বলিতে ড্রাইভার খাড়া হইয়া গেল যে, "ঘাবড়াইও না, আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করিব না। তোমরা কে?"

পুনঃরায় পুলিশের আবেষ্টনে—

আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ়, তাহাকে আমি কি বলিব এবং আমরা কে তাহা সে জানিতে চাহে কেন? পরিশেষে আমি অন্ধকারে অন্ধকারে তাহার নিকট আসিয়া খাড়া হইলাম এবং গাড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, আরোহী মাত্র দুইজন। একজন কোন অফিসার এবং দ্বিতীয় জন ড্রাইভার। আমি ড্রাইভারকে চিনিয়া ফেলিলাম। সে ড্যেমের কর্মচারী। সে এই এলাকার লোক ছিল না। অফিসারকে আমি চিনিতে পরিলাম না। কিন্তু আমার অবস্থা কাহারও চিনিবার মত ছিল না। আমি বাহানা করিলাম যে, আমাদের লোক মারা গিয়াছে। আমরা ড্যেমের দিকে যাইতেছি। তুমি আমাদের কি সাহায্য করিতে পার? সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথা হইতে আসিতেছে? আমি বলিলাম, গন্দন হইতে। সে বুঝিয়া গেল যে, ঘটনা অপর কিছু। তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি সুন্নি? আমি বলিলাম, হাঁ। সে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইবে? আমি ড্যেমের এক অফিসারের নাম বলিলাম। ইহাতে সে কিছুক্ষন চিন্তা করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমাদিগকে গাড়িতে বসাইয়া লইল। আমরা ড্যেম পৌছিয়া গেলাম। আমার দিশা ঠিক ছিল না। সঠিকভাবে ঘরের ঠিকানা বলিতে পারিলাম না। যাহা হউক উদ্দিষ্ট ঘরের কিছু দূরেই সে আমাদিগকে নামাইয়া দিল। আমার পৌত্র মোটর হইতে নামিতে চাহিতেছিল না। সে কাঁদিতে লাগিল। তাহার কান্না শুনিয়া পুলিস আসিয়া গেল। এবং আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। মাথায়

গুলি লাগার কারনে আমার মুখ রক্তে আচ্ছন্ন ছিল। পোষাকও রক্তে ভরা ছিল। মাথায় চাদরের পাগড়ী বাঁধা ছিল। ছেলেদের অবস্থা আমার চেয়েও খারাপ ছিল। মেয়েদের পোষাক ছিন্ন ছিল। মাথা ও পা খালি ছিল। সকলে আমাকে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। তাহারা শুনিয়াছিল, আমরা সকলে মারা গিয়াছি এবং মেয়ে ছেলেদের উধাও করিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কাজ, আমাদেরকে যখন সেই অফিসারের ঘরে পৌছান হইল, তখন তিনি আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিলেন। তিনি আমাদের সহিত কোলাকুলি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কুরবানী ও নিষ্ঠার জন্য মোবারকবাদ দিতে লাগিলেন। তিনি আহমদী ছিলেন না, কিন্তু সজ্জন ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গতা ও মুরুব্বীয়ানা খান্দানী সম্বন্ধ ছিল। যেহেতু তিনি যাহা কিছু শুনিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছিলেন, সেইজন্য তিনি দ্রুত সকল বিষয় জানিয়া লইতেছিলেন এবং তাঁহার ছেলেমেয়েদের আদেশ দিতেছিলেন, অমুক কাপড় বাহির কর, চা তৈয়ার কর, খাবার আন, তাঁহাদের মুখ ধৌত কর, বাচ্চাদের কাপড় বদলাইয়া দাও ইত্যাদি। আমাদের চক্ষুর সকল ধারা শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল এবং আমাদের সকল অবস্থা শুনিয়া তাঁহার নয়নবারী প্রবাহিত হইতেছিল। অতঃপর তিনি জানাইলেন যে, পাশের কামরায় আমার ভায়রা ভাইয়ের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েরা আশ্রয় প্রার্থী। তাহাদিগকে জাগান হইল। তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহারা শুনিয়াছিল আমরা সকলে মারা গিয়াছি এবং আমাদের সব কিছু জ্বালাইয়া দিয়াছে এবং লুটিয়া লইয়াছে। তখন আমরা সকলে সিজদায় পড়িয়া গেলাম এবং আমাদের রবের নিকট অনেকক্ষণ ধরিয়া কান্নাকাটি করিলাম। তিনি আমাকে ফয়েজ আহমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, তিনি শহীদ হইয়া গিয়াছেন। এখন পর্যন্ত আমার এই সংবাদই জানা ছিল। এ সংবাদে আবার কান্নার রোল উঠিল। আমি বলিলাম, কান্নাকাটির সময় নহে। এখন ধৈর্য এবং আল্লাহ্‌তায়ালার কাজে সন্তোষ দেখাইবার সময়। ইহার পর আমরা গাড়িতে চড়িয়া কলোনীর অপর দিকে ভাই খলিলুর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তখন জীবনে আবার আশা ফিরিয়া আসিল। তখন সকলে মিলিয়া প্রোগ্রাম করা হইল কর্ণেল আহমদ খানের নিকট চুনিয়ানে যাইতে হইবে। পর দিবস একটি লম্বা বাস ভাড়া করিয়া আমরা সকলে ভাই আহমদ খানের নিকট পৌছিয়া গেলাম।

কি হারাইলাম এবং কি পাইলাম

ইহা হইল সেই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং মহা দুঃখ ও কষ্টের কয়েকটা হেড লাইন।

ইহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য সুদীর্ঘ সময়ের দরকার। এবং ইহা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বর্ণিত হইতে থাকিবে। অগ্নি ও রক্তের সমুদ্র সাঁতরাইয়া পার হইয়া আসিবার পর যাহা লাভ হইয়াছে, উহার শুকরিয়া আদায় করা যায় না। যাহা হারাইয়াছে তাহার জন্য দুঃখ নাই। আমরা সেই হাইয়ুন ও কায়উম খোদার মর্জিতে সন্তুষ্ট। তিনি যতবার এই প্রকার কুরবানী চাহিবেন, জীবন থাকিতে ততবার প্রফুল্লচিত্তে কুরবাণী দিয়া যাইতে থাকিব। প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন ইহা কবুল করেন, করিতে থাকেন এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। (সমাপ্ত)

—মোহাম্মাদ

আধুনিক ও উৎকৃষ্টমানের বৈদ্যুতিক তার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল কেবল ইণ্ডাষ্ট্রিস

২৪, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম

ভক্সওয়াগন গাড়ীর যন্ত্রাংশের জন্য

এন, করপোরেশন

১৬৮৪, শেখ মুজিব সড়ক

চট্টগ্রাম

ফোন—৮৩৯৩২ কেবল—"অটোস"

ইনডেণ্টিং জগতে একটি লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নাম

এস, এ, নিজামী এণ্ড কোম্পানী

১০৭৯, ধনিয়লা পড়া, ঢাকা ট্যাঙ্ক রেড, চট্টগ্রাম

ফোন ৮৬৫৩১

কেবল "নিজামকো"

পরিপক্ক ফলভারে অবনত শাখাগুলি আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে

গতমার্চ মাসে রবওয়া মোকামে জামাতে আহমদীয়ার ৫৬ তম মজলিসে মশাওরাতে হযরত খালিফাতুন মসীহ সালেস (আইঃ) জামাতকে এই মোবারকবাদ দেন যে, গত বৎসর পাকিস্তানে জামাতে আহমদীয়ার উপর চরম জুলুম এবং জানী ও মালী ক্ষতি সত্বেও গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর এশায়াতে এসলামের বাজেট ৬ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন :—

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন—

"এখন হইতে তিন শতাব্দী পার হইবার পূর্বেই
ইসলাম জগতে প্রাধান্য লাভ করিবে।"

যতদূর আমি বুঝি, প্রথম শতাব্দী প্রস্তুতির,
এবং দ্বিতীয় শতাব্দী ইসলামের প্রাধান্য লাভের,
যাহা আমাদের সম্মুখে আসিতেছে।
এমন সময় দুর্বলতা দেখানোর কোন প্রশ্ন নাই।
ভাল করিয়া অনুধাবন কর,
আমাদের সৃষ্টির স্বত্বায় পরাজয়ের উপাদান নাই।
যদি আমরা খোদা ও তাঁহার রসুল (সাঃ)-এর পক্ষ হইতে ন্যাস্ত জিম্মাদারী সমূহ
পূর্বের ন্যায় পালন করিয়া যাই,
কুরবাণীতে পশ্চাদপদ না হই
তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ ইসলাম বিশ্বে নিশ্চয় প্রাধান্য লাভ করিবে।
এবং সেই উদ্দেশ্য অবশ্যই পূর্ণ হইবে,
যে জন্য খোদাতায়ালা মাহদী (আঃ)-এর জামাতকে কায়েম করিয়াছেন।
যতক্ষন পর্যন্ত এই উদ্দেশ্য পূর্ণ না হয়, প্রত্যেক আহমদীর এই প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ যে,
তাহারা কুরবানী দিয়া যাইতে থাকিবে।
খোদাতায়ালার অঙ্গুলি সম্মুখের শতাব্দীর প্রতি সঙ্কেত করিতেছে।
পরিপক্ক ফলভারে অবনত শাখাগুলি আপনাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।
সুতরাং শুভ আশিসের সহিত আগে বাড়িয়া যাও।
যতক্ষন পর্যন্ত না—
সারা দুনিয়া হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লোহো আলায়হে
ও সাল্লামের পতাকার তলে সমবেত হয়।

(বদর প্রত্রিকা—৮ই মে ১৯৭৫)
অনুবাদ—মোহাম্মাদ

সংবাদ

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট প্রনয়ন :

আল্লাহতায়ালার ফজলে গত ১৮—৫—৭৫ তারিখে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কমিটি রুমে আমাদের ১৯৭৪-৭৫ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব এবং ১৯৭৫-৭৬ সালের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত আয় ব্যায়ের বাজেট বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মজলিসের আমেলার অধিবেশন হয়। বাজেটের বিভিন্ন খাতের আয় ব্যায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পয় নিম্নলিখিত রূপে বাজেট গৃহীত হয়।

১৯৭৪-৭৫ সালের আয় ব্যায়ের সারাংশ

(ক) ১-৫-৭৪ তারিখ থেকে ৩০-৪-৭৪ তারিখ পর্যন্ত
বিভিন্ন খাতে আদায়কৃত চাঁদার পরিমান : ১.৩৬৭৬০.৫৫

(খ) কেন্দ্রীয় সালানা জলসার জন্য আদায়কৃত চাঁদার পরিমান : ৫৫১৯৬.৫৪

মোট আয় : ১.৯১.৮৭৭.০৯

(গ) ১৯৭৪-৭৫ সালের সালানা জলসা সহ সর্বমোট ব্যয় : ১.৮৮০৮৬.০০

মোট উদ্বৃত্ত : ৩৭৯১.০৯

এতদ্ব্যতিরেকে ১৯৭২ হইতে ৩০-৪-৭৫ পর্যন্ত জুবিলি ফাণ্ডে ও নুসরত জাঁহার ফাণ্ডে উসুলি জমা টাকার পরিমান নিম্নে দেওয়া হইল :

১।	নজরানা :	৩৩২.০০
২।	জুবিলি ফাণ্ডে :	৪২০০২.০০
৩।	নুসরত জাহান ফাণ্ডে :	১৩৫৮৭.০০
৪।	দরবেশ কাদিয়ান :	১৩২.০৯
৫।	শোকরানা :	৪৭৪.৯৭
		৫৫৫২৮.০৪

১৯৭৫-৭৬ সালের বরাদ্ধকৃত আয় ব্যায়ের সারাংশ

(ক) ১-৫-৭৫ তারিখ থেকে ৩০-৪-৭৫ তারিখ পর্য্যন্ত
বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত আয়ের পরিমান : ২.৭০.০০০.০০

(খ) ১৯৭৫-৭৬ সালের সালানা জলসা সহ সর্বমোট
আনুমানিক ব্যয় বরাদ্দের পরিমান : ২.৭০.০০০,০০

উক্ত বাজেট মঞ্জুরী জন্য হজরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আ:)-এর কাছে প্রেরন করা হইয়াছে।

আল্লাহতায়ালার ফজলে জামাতের মুখলেস ভাই বোনেরা এ বৎসর কুরবানীর বিশেষ নমুনা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা জামাতের কমজোরগনের দুর্বলতাকে ঢাকিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি মফস্বল জামাত কুরবানীর ব্যাপারে বড়ই পিছনে রহিয়াছেন। যাঁহারা এবং

যে সকল জামাত বিশেষ কুরবানী করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা তাঁহাদের উপর বিশেষ ফজল নাজেল করুন এবং ইসলামের জন্য আরও কুরবানী করার তৌফিক দিন। যে সকল বন্ধু ও জামাত পিছনে রহিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা তাহাদের উপর রহুল কুদ্দুস নাজেল করুন এবং আল্লাহতায়ালার দীনের জন্য তাহাদিগকেও অগ্রগামী হইবার ও বেশী বেশী কুরবানী করার তৌফিক দিন। আমীন।

প্রেসিডেন্ট সম্মেলন

সম্প্রতি বাজেট অধিবেশনে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ২২ শে জুন রবিবার ৪, বকসী বাজার রোড, ঢাকার দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অধীনস্থ সকল জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবদের এক বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য সকল আহমদীয়া জামাতের প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই মর্মে সকল প্রেসিডেন্ট সাহেবের নিকট দাওয়াত পত্রও প্রেরণ করা হইয়াছে। অধিবেশন চলাকালে সকলের খাওয়া ও থাকার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যদি কোন প্রেসিডেন্ট সাহেব অপরিহার্য কারণ বশত : অধিবেশনে যোগদান করিতে অসমর্থ হন, তবে যেন কোন ভার প্রাপ্ত সেক্রেটারীকে তাঁহার স্থানে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পাঠানো হয়।

মোয়াল্লেমের কার্যের পুরস্কার ঘোষনা

এবারের বাজেট অধিবেশনে সকল জামাতের কার্যরত মুরুব্বী, মোয়াল্লেম ও অন্যান্য কর্মচারীদের গত এক বৎসরের কার্য্যাবলীর উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। অতঃপর জনাব নুরুদ্দীন আফ্রাদ ও জনাব মোঃ ইসরাইল দেওয়ান সাহেবের গত ১ বছরের কার্য কলাপের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সর্ব সম্মতিক্রমে এই প্রস্তবে গৃহীত হয় যে, এই মোয়াল্লেম দ্বয় আন্তরিকতার সাথে যে ভাবে কার্য পরিচালনা করিয়াছেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ প্রত্যেককেই ২৫৲ টাকা হিসাবে প্রতিমাসে পুরস্কার দেওয়া হোক। চলতি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাহারা উভয়ে ঐ টাকা পাবেন। ঐ টাকা মাসিক বেতনের সাথে তাদের নামে পাঠানো হইবে।

জনাব নুরুদ্দীন আফ্রাদ ও মোঃ ইসরাইল দেওয়ান নিজেদের উপর অর্পিত দায়ীত্ব যথাযথভাবে পালন করা ছাড়াও সমগ্র বাংলাদেশ পরিভ্রমন করিয়া জামাতের বিভিন্ন মূল্যবান তথ্য ও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রে প্রেরনে করিয়াছেন। উত্তম কাজের জন্য প্রত্যেক বসর উপযুক্ত মুরুব্বী/মোয়াল্লেমকে এই ধরনের পুরুস্কার দেওয়া হইবে।

শাদী মোবারক

সুন্দর বন আঞ্জুমনে আহমদীয়ার (খুলনা) অন্তর্গত জনাব হোসেন আলী মোড়ল সাহেবের পুত্র জনাব আবদুস সামাদের সাথে আহমদ নগর (দিনাজপুর) জামাতের অন্তর্গত মোয়াল্লেম জনাব আবু তাহের সাহেবের কন্যা মোছাম্মাৎ তাহেরা খাতুনের সাথে ৪০০০ টাকা দিন মোহরে শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহে মোহতরম আমীর সাহেব সহ বহু আহমদী ভ্রাতা উপস্থিত ছিলেন।

(নিজস্ব সংবাদ দাতা)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেস্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কোরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং তাহার সহিত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়িয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"—

(অর্থাৎ—"সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ")

(আইয়ামুস সুলেহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.